সংবাদ

তারিখ ... 05 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...৭...

‘এ’ ক্যাটাগরির মাধ্যমিক বিদ্যালয় এক হাজার ১৮টি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশে সবচেয়ে ভালো মানের (‘এ’ ক্যাটাগরি) মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ১ হাজার ১৮টি। আর দুর্বল বিদ্যালয় ১ হাজার ৫৮টি এবং একেবারে অকার্যকর বিদ্যালয় রয়েছে ২৮টি। ভালো মানের অর্থাৎ ‘বি’ ক্যাটাগরির বিদ্যালয় রয়েছে ৯ হাজার ৩৬৭টি। এছাড়া মধ্যম মানের স্কুল রয়েছে ৬ হাজার ৩৪৪টি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ ২০১৬ সালের ‘স্ব-মূল্যায়ন’ জরিপ প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সারাদেশের মোট ১৮ হাজার ৪১৫টি হাইস্কুল মূল্যায়নের আওতায় এসেছে। দুর্বল ও অকার্যকর বিদ্যালয়ে ঠিকমতো পাঠদান হয় না। শিক্ষার পরিবেশ ভালো নেই, পরীক্ষার ফলও ভালো হয় না বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোট সাতটি সূচক ও ৪৫টি সহ-সূচকের ভিত্তিতে এই মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। সূচকগুলোর মধ্যে রয়েছে শিখন ও শেখানোর পরিবেশ, প্রতিষ্ঠান প্রধানের নেতৃত্ব, শিক্ষকদের পেশাদারিত্ব, শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব, সুপেয় পানি এবং টয়লেটের ব্যবস্থা ও সহশিক্ষাক্রমিক কর্মসূচি এবং সহশিক্ষা কার্যক্রম। এই সূচকগুলো কেমন অবস্থায় আছে, তা প্রধান শিক্ষকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। এর ভিত্তিতে বিদ্যালয়গুলোকে ‘এ’ (অতি উত্তম), ‘বি’ (ভাল), ‘সি’ (মধ্যম), ‘ডি’ (দুর্বল) ও ‘ই’ (অকার্যকর) এই পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকদের এমন মূল্যায়নের জন্যই এ প্রতিবেদনের নাম ‘স্ব-মূল্যায়ন’। নির্ধারিত ফরমে তথ্যছক পূরণ করে দেন প্রধান শিক্ষকরা। প্রাথমিক যাচাই করেন উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা। পরে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) ও সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (সেসিপ) এর একটি প্যানেল তথ্য বিশ্লেষণ করে সারাংশ তৈরি করে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রকল্পের টাকায় ২০১০ সাল থেকে এই ধরনের জরিপ কার্যক্রম হচ্ছে। কিন্তু এই প্রতিবেদন ও এর সুপারিশ বাস্তবায়নের কোন তৎপরতা নেই শিক্ষা প্রশাসনের। এছাড়াও অনেক বিতর্কিত ও কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে ‘এ’ ক্যাটাগরির দেখানো হয়েছে। এজন্য এই জরিপের আদৌ প্রয়োজন রয়েছে কী না তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কারণ শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলছেন

মাধ্যমিক : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

মাধ্যমিক : বিদ্যালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্বের অনেক উন্নত দেশেও এই ধরনের স্ব-মূল্যায়ন হয়। ওই দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এতটা বিতর্ক নেই। ওইসব দেশের স্কুল প্রধানরা অনেক দায়িত্বশীল, বাংলাদেশে অনেকক্ষেত্রেই যার উল্টো চিত্র বিরাজমান।